যুগান্তর

তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২৭ ... কলাম ... ১-৬ ...

ছাত্রলীগ না করায় রাবিতে শিক্ষার্থীকে নির্যাতন

রাবি প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে বাড়ি হয়েও ছাত্রলীগ না করায় চাঁদা দাবি করে এক শিক্ষার্থীকে রাতভর নির্যাতন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হলে সোমবার রাত ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ছাত্রলীগ কর্মী রবিউল ইসলাম বনির নেতৃত্বে ৮-১০ জন মিলে ওই শিক্ষার্থীকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। নির্যাতনের শিকার কাজী আল আমিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায়। আল আমিন ওই হলের ৪০৭ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র। নির্যাতনে নেতৃত্বে দেয়া বনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের এমবিএ'র ছাত্র। বনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান রানার ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। এর আগেও সে ক্যাম্পাসে একাধিক অপকর্ম করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বনি ক্যাম্পাসে নিজেকে গোপালগঞ্জের 'নাম ভাঙিয়ে' দাপটের সঙ্গে চললেও তার বাড়ি মূলত খুলনায়। গোপালগঞ্জ জেলা সমিতির সহসভাপতি রুহুল আমিন লেনিন জানান, লোকমুখে শুনেছি তার বাসা গোপালগঞ্জ। পরে সমিতির সদস্য হওয়ার কথা বললে সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। পরে জানতে পারি কোনো এক সময় তারা গোপালগঞ্জে থাকত। এখন খুলনায় থাকে।

কাজী আল আমিন জানায়, বেশ কিছুদিন আগে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে ৪০৭ নং কক্ষে অবস্থান করছে। হলে ওঠার পরপরই ছাত্রলীগ কর্মী রবিউল ইসলাম বনি তার কক্ষে গিয়ে পরিচয় জানতে চায়।

বনিও নিজেকে গোপালগঞ্জে বাড়ি বলে পরিচয় দেয়। এরপর হঠাৎ সোমবার রাত ১২টার দিকে আল আমিনকে মোবাইল করে নিজের ৩০৩ নম্বর কক্ষে ডেকে নেয় বনি। এ সময় বনির নেতৃত্বে অন্য কর্মীরা তাকে মানসিক নির্যাতন শুরু করে। একপর্যায়ে তার বাড়ি গোপালগঞ্জে হয়েও ছাত্রলীগ না করে তাবলিগ কেন করছে বলে চড়-থাপ্পড় মারতে শুরু করে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ওই শিক্ষার্থীকে তার বাবার কাছে ফোন দিয়ে ১০ হাজার টাকা চাঁদা হিসেবে পাঠাতে বলে। পরে অবশ্য রাত আড়াইটার দিকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।